দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... SEP. -4 1.1989 ... ..
পৃঃ 7 কলাম ৪

সরকারি প্রাঃ বিদ্যালয় ঃ রাজধানী

কিছুদিন পড়ার পর সবাই ছুটে 'ভালো স্কুলে'

॥ সালাম জুবায়ের ॥

রাজধানীর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে অত্যন্ত নিম্নমানের এবং অসময়ে পাঠদান করা হয়। রাজধানীর অন্যান্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা যত বই পড়ে তার চেয়ে অনেক কম বই পড়ানো হয় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের। ফলে কম মেধাসম্পন্ন ও খারাপ শিক্ষার্থী হিসেবে তারা বড় হয় এবং মেধা স্বল্পতার জন্য উচ্চ শিক্ষার বৃত্তের বাইরে থেকে যায় অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী।

এ জন্য সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষিত ও সচেতন বাবা-মায়ের সন্তানরা খুব একটা ভর্তি হয় না। হলেও দু'একবছর অধ্যয়নের পর অন্য 'ভাল' স্কুলে চলে যায়। এসব নিয়ে অনেক আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে, কিন্তু অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি। ফলে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো অধিক সংখ্যক ছাত্রছাত্রীকে আকর্ষণ করতে পারছে না। ভাল ছাত্র না পেয়ে অনেকটা দায়সারা গোছের শিক্ষাদান চলছে এসব স্কুলে। অথচ ২ হাজার সালের মধ্যে 'সবার জন্য শিক্ষা' নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এসব প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উপরই সরকার বেশি নির্ভর করতে চায়। এজন্য প্রতিবছর প্রাথমিক শিক্ষা খাতে সবচেয়ে বেশি টাকা খরচ করা হচ্ছে। এ নিয়ে পরিকল্পনা এবং তা বাস্তবায়নের জন্য অবিরাম কাজ হচ্ছে। কিন্তু ফল লাভ হচ্ছে

সবাই ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৩

সবাই ঃ ছুটে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

খুব সামান্যই।

রাজধানীতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা খুবই অপ্রতুল। কিছুদিন আগে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৩২৫টি। দু'টি স্কুল অন্য স্কুলের সাথে একীভূত যাওয়ায় এখন রাজধানীতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩২৩টি।

সরকারি নিয়ম অনুযায়ী সব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সর্বোচ্চ ৬টি বই পড়ানো হয়। ১ম ও ২য় শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের সাকুল্যে ২টি বই পড়ানো হয়। বাংলা এবং অংক। আর ইংরেজির অক্ষর জ্ঞান দেয়া হয় মৌখিকভাবে। ৩য় থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত বাংলা, ইংরেজি, গণিত, সমাজ, বিজ্ঞান, ধর্ম-এ ৬টি বই পড়ানো হয়। ৩য় থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত কোন ক্লাসেই ইংরেজি গ্রামার, প্যারাগ্রাফ, ট্রান্সলেশন, বাংলা ব্যাকরণ, বাংলা রচনা ইত্যাদি শেখার জন্য আলাদা বই পড়ানো হয় না। সরকার নিয়োজিত পণ্ডিত ব্যক্তিরা অনেক গবেষণা করে এ পাঠ্যক্রম তৈরি করেছেন বলে কর্মকর্তারা জানান। বিশেষজ্ঞরা বলেন, কোমলমতি শিশুরা এত বেশি বই, এত বেশি পড়ার চাপ সইতে পারবে না। এটা তাদের উপর বাড়তি মানসিক চাপ সৃষ্টি করবে এবং এতে শিশুরা পড়াশোনার প্রতি অনাগ্রহী হয়ে পড়বে। এ যুক্তিতে কম বই পড়ানোর নিয়ম করা হয়েছে।

কিন্তু অন্য বেসরকারি এবং ব্যক্তি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত কিন্ডার গার্টেন স্কুলগুলোতে সরকারি স্কুলে বাদ দেয়া সব বই এবং সাধারণ জ্ঞানসহ ছবি আঁকা শেখানো হয়। এ সিলেবাস রাজধানীর প্রায় ৭০ ভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। ব্যতিক্রম শুধু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো।

এটা যে কত অপরিকল্পিত কাজ তা রাজধানীর সরকারি-বেসরকারি ভাল স্কুলগুলোর ভর্তি নিয়ম পর্যালোচনা করলে বোঝা যায়। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেসব বিষয়ে অত্যন্ত কম গুরুত্ব দেয়া হয় বা একেবারে গুরুত্ব দেয়াই হয় না ভাল স্কুলে ভর্তির সময় সেসব বিষয়েই সবচেয়ে বেশি জোর দেয়া হয়। ফলে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে আসা ছাত্রছাত্রীরা ভাল স্কুলে ভর্তি হওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে পিছিয়ে থাকে।

এক শিক্ষা কর্মকর্তা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, যারা দীর্ঘদিন গবেষণা করে এসব নিয়মকানুন 'আবিষ্কার' করেন সেই বিশেষজ্ঞরা তাদের ছেলেমেয়েদের সরকারি স্কুলে নয়, 'বেশি বই পড়ানো' বেসরকারি স্কুলেই ভর্তি করেন।

রাজধানীর প্রায় সব বেসরকারি প্রাথমিক স্কুলে খুব সকাল থেকে ক্লাস শুরু হয়। ব্যতিক্রম শুধু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। সেখানে (২/৩টি বাদে) ক্লাস চলে সকাল সোয়া ৯টা থেকে সাড়ে ৪টা পর্যন্ত। এ ক্ষেত্রে দেখা গেছে দুপুরের পর ক্লাসে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা অনেক কমে যায়। যারা থাকে তাদের মধ্যে দেখা যায় ক্লান্তিজনিত অমনোযোগিতা।

একজন প্রধান শিক্ষক এ প্রতিনিধিকে বলেন, আমাদের ছাত্ররা গরিব ঘরের সন্তান, সকাল থেকে স্কুলে যাওয়ার আগ পর্যন্ত তাদের ঘরে বসিয়ে রাখতে পারে না তাদের মায়েরা। ফলে সে সময়টা তাদের কাটে হয় দল বেঁধে দুষ্টুমি নয়তো খেলাধুলা করে। এভাবে ক্লান্ত হয়ে তারা স্কুলে আসে এবং পাঠে অমনোযোগী থাকে বেশি।